AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 28-10-2025 **Time: 7.35 A.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আজ থেকেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতে চলেছে।

এনুমারেশন ফর্ম ছাপা ও বিএলও-দের প্রশিক্ষণের কাজ আজ থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

বিজেপি, এসআইআর-এ সকলকে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

২) নির্বাচন কমিশন SIR ঘোষণার পর সেব্যাপারে অবগত করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আজ এক সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন।

৩) হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন খাতে প্রযাপ্ত অর্থের অপ্রতুলতা নিয়ে রাজ্যকে ভর্তসনা কলকাতা হাইকোর্টের।

৪) সুপ্রিম কোর্ট এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রকে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছে।

৫) ঘূর্ণিঝড় Montha পশ্চিম মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এর ওপর অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে সেটি উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজ রাতের মধ্যেই স্থলভাগ অতিক্রম করবে।

৬) উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে চারদিনের ছট মহাপর্ব আজ শেষ হচ্ছে। জগদ্ধাত্রী পুজোর আজ সপ্তমী।

৭) সুপার কাপ ফুটবলে আজ ইস্টবেঙ্গল ও মোহন বাগান আজ একই দিনে মাঠে নামছে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আজ থেকেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতে চলেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গতকাল নতুন দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান দ্বিতীয় পর্যায়ে, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাত, তামিলনাড়ু, কেরালা, পুডুচেরি, গোয়া, লা ক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর করা হবে।

দুই নির্বাচন কমিশনার ডক্টর সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডক্টর বিবেক যোশীর উপস্থিতিতে ঐ সাংবাদিকে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল করে তোলার লক্ষ্যেই এসআইআর কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। যেখানে যেখানে এসআইআর হতে চলেছে, সেখানে বুথ স্তরের আধিকারিক বিএলও-রা ভোটদাতাদের এনুমারেশন ফর্ম দেবেন। আজ থেকেই এই ফর্ম ছাপা ও বিএলও-দের প্রশিক্ষণের কাজও আজই শুরু হচ্ছে। চলবে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত।চৌঠা নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এনুমারেশন প্রক্রিয়া চলবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ই ডিসেম্বর। ঐ দিন থেকে ২০২৬ এর ৮ ই জানুয়ারি পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো অভাব অভিযোগ বা আপত্তি জানানো যাবে। ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সেই সংক্রান্ত শুনানি

ও যাচাই-এর কাজ চলবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০২৬-এর ৭ ই ফেব্রুয়ারি।

জ্ঞানেশ কুমার জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৫১ কোটি ভোটদাতা এসআইআর-এর আওতায় আসবেন। ধাপে ধাপে এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হবে। কোনো যোগ্য ভোটদাতা যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন তা দেখার পাশাপাশি কোনো অযোগ্য ভোটারও যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন সেটিও ERO এবং AERO কে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বাইট manpower

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, সংবিধান মেনেই এসআইআর করা হবে। তাই রাজ্য সরকারগুলিও এব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাইট ওয়েস্টবেঙ্গল

এদিকে এই ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকা এখন ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভোটারদের যে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে, তাতে তারা বিস্তারিত তথ্য নথিবদ্ধ করতে পারবেন।

২০০2, তিন ও চারের ভোটার তালিকায় যে সমস্ত ভোটদাতা কিংবা তার বাবা মায়ের নাম ছিল, তাদের কোনো অতিরিক্ত নথি জমা দিতে হবে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, সিইও-দের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ভোটদাতাদের পরিচয় পত্র হিসাবে আধার সহ ১২ টি প্রামাণ্য নথি ঠিক করা হয়েছে।

কিন্তু যদি কোনো কারণে এর বাইরে কোনো নথিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করতে হয়, তাহলে তা নিয়ে আলোচনার দরজা খোলা আছে।

বিজেপি, ভোটার তালিকা সংশোধনের গণতান্ত্রিক অভিযান এসআইআর-এ সকলকে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র নাম তোলার কাজ নয়,গণতন্ত্রের মেরুদন্ডকে সুরক্ষিত রাখার লড়াই। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রক্রিয়াকে বিকৃত করছে। শাসক দল তাদের ভুয়ো ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এস আই আর নিয়ে শাসক দলের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, এস আই আরে খসড়া তালিকা তৈরি হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তাতে কোনো আপত্তি থাকলে, তখন তারা তা জানাতে পারবেন।

বাইট

সিপিআইএম, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবি জানিয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম গতকাল কলকাতায় বলেন, অনেক লড়াই করে সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন করা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে সিপিআইএম এর BLA রা সতর্ক থাকবেন যাতে কোনো বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়। বিহারে SIRএর শুরু থেকে মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে এই অভিযোগ করে তিনি এই নিয়ে ভয়ের কিছু

নেই বলে আশ্বস্ত করেন। রাজ্যের সর্বত্র দলের তরফে ভোটারদের সহায়তা কেন্দ্র করা হবে, যেখান থেকে মানুষকে সব রকম সহায়তা করার আশ্বাস দেন তিনি। দলের সব দপ্তর থেকে পাওয়া যাবে ২০০২ এর ভোটার তালিকা।

নির্বাচন কমিশন গতকাল যে ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে SIR এর কথা ঘোষণা করেছে, কিসের ভিত্তিতে সেগুলিকে বাছা হয়েছে তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি আসামকে কেন বাদ দেওয়া হল সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে আগামীকাল সিপিআইএম সহ বামপন্থী দল গুলি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে বলে সেলিম জানান।

এদিকে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী ঘোষণার আগে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবিকে অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশন, ভোটদাতাদের ওপর এস আই আর চাপিয়ে দিয়েছে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মন্তব্য করেছেন।

নির্বাচন কমিশন, (বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসুচি) SIR ঘোষণা করার পর সেব্যাপারে অবগত করতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আজ এক সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। বিকেল চারটেয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ঐ বৈঠকে যোগদানের জন্য জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ৮ টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে, জাতীয় স্তরের ৬ টি রাজনৈতিক দল BJP, কংগ্রেস, CPI(M), AAP, BSP ও NPP এবং রাজ্য স্তরে দুটি দল তৃণমূল কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক।

এদিকে মনোজ আগরওয়াল আগামীকাল রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, বিধানসভা কেন্দ্রের ই আরও, এইআরও ও বুথ লেভেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। ভার্চুয়াল এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব জেলাশাসকদের পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বুথ লেভেল আধিকারিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আলাদাভাবে তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বলেও জানা গেছে।

আর্থিক তছরূপের মামলায় এনফোর্সমেন্ট নির্দেশালয় ইডি আজ সকাল থেকে বেলেঘাটায় একটি বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেছে। হেমচন্দ্র নস্কর রোডের ঐ বাড়ির দুই ভাই বিশ্বজিত্ ও রণজিত্ চৌধুরী, একজন বস্ত্র ও অন্যজন নির্মাণ ব্যবসায়ী। ইডির আধিকারিকদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও তল্লাশির সময়ে রয়েছে।

হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত অর্থের অপ্রতুলতা নিয়ে রাজ্যকে ভর্তসনা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। পুজোর ছুটির মধ্যে হাইকোর্ট প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের সচিবের বৈঠকে সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ থাকলেও সেই সমস্যার সম্পূর্ণ সুরাহা হয়নি। রাজ্যের পক্ষে গতকাল এব্যাপারে ফের সময় চাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন দুই বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বসাক বলেন, প্রয়োজন

হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যের কনসোলিডেটেড ফান্ডের অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ২৯ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর রাজ্য এবং হাইকোর্ট প্রশাসনকে ফের বৈঠকে বসতে হবে। সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে মুখ্য সচিব এবং অর্থ সচিবকে। বৈঠকের রিপোর্ট দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আদালত। ১০ই নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

সুপ্রিম কোর্ট, এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রকে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছে । দুই বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ আজ জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মতই ১০০ দিনের কাজের টাকা বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রকে। এর ফলে MGNREGA প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ দিনের জটিলতার অবসান হল বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র।

রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্যদের সঙ্গে গতকাল এক বৈঠক করেন রাজ্যপাল, আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। সার্চ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যদের নামে সম্মতি দেয়। এঁরা হলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু তালেব, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্রদীপা ঘোষ, গৌড়বঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশিস ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা সকলেই বৈঠকে যোগ দেন। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। শীঘ্রই এই ছয় স্থায়ী উপাচার্যকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

ঘূর্ণিঝড় Montha পশ্চিম মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এর ওপর অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে সেটি উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শেষ রেডার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মন্থা মছলিপত্তনম থেকে ২৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ- দক্ষিণ পূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে ৪১০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং গোপালপুর থেকে ৬১০ কিলোমিটার দক্ষিণ -দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে। আজকের মধ্যেই এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে রাতের দিকে অন্ধ্র উপকূলে মছলীপত্তম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্য দিয়ে স্থলভাগ অতিক্রম করবে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। সেসময় এর গতিবেগ ঘন্টায় ৯০ থেকে ১০০ এবং কোথাও কোথাও ১১০ কিলোমিটার হতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডঃ হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব এরাজ্যে না পড়লেও আজ দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বাইট

সমুদ্র উত্তাল থাকায় ৩০ তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

ছট মহাপর্বের চতুর্থ দিনে আজ উদীয়মান সূর্যের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। ৩৬ ঘন্টা নির্জলা উপবাসের পর আজ প্রসাদ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ব্রতের সমাপ্তি ঘটবে। গঙ্গা সহ বিভিন্ন নদনদীর ঘাটগুলিতে এখনও ভক্তদের ভিড়। গঙ্গা, গন্ডক, কোশী, মহানন্দা সহ দেশের বিভিন্ন নদ নদীর ঘাটে গত সন্ধ্যাতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পবিত্র ছট উৎসবে অংশ গ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেন, ঊষা অর্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে ভারতের ঐতিহ্য বাহী এই ছট মহা পর্ব আজ শেষ হচ্ছে।

ছটি মাইয়ার কৃপায় প্রতিটি দেশ বাসীর জীবন আলোকিত হয়ে উঠবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উদীয়মান সূর্যকে উষাকালীণ অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে, বিশ্বাস ও ভক্তির চার দিনের মহান উৎসব - ছট মহাপর্ব - আজ শেষ হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী ছট লোকসঙ্গীতের সুরেলা প্রতিধ্বনির মধ্যে, ভক্তরা উদীয়মান সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে উষাকালীণ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। সকাল থেকেই গঙ্গা সহ বিভিন্ন নদীর তীরে, জলাশয়ে ভক্তরা উদীয়মান সূর্যের কাছে প্রার্থনা করার জন্য সমবেত হন। ৩৬ ঘন্টা নির্জলা উপবাসের পর প্রসাদ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ছট পুজোর ব্রতের সমাপ্তি ঘটে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর আজ সপ্তমী। হুগলির চন্দননগর সহ বিভিন্ন এলাকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । নজরকাড়া

আলোকসজ্জা, প্রতিমা ও মন্ডপ সজ্জা দেখতে ষষ্ঠী থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়ছে। এই পূজো উপলক্ষে চন্দননগরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পুলিশকর্মী।

এদিকে নদীয়ার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুরেও জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে কৃষ্ণনগর পুলিশের পক্ষ থেকে গতকাল পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। এদিন রবীন্দ্রভবনে পুলিশের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে পুজো কমিটির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যান চলাচল।

কলকাতাতেও অনেক স্থানে মূলত নবমীর দিন সপ্তমী ,অষ্টমী, নবমীর পুজো সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বেলুড় মঠের সারদা পীঠে ও জয়রাম বাটি মাতৃ মন্দিরে যথাবিহিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

অনেক গৃহস্থের বাড়িতেও আয়োজন করা হয়েছে এই পুজোর।

সুপার কাপ ফুটবলে আজ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ফের একই দিনে মাঠে নামছে। ইস্টবেঙ্গল, চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে খেলবে।

গোয়ার বাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে বিকেল সাড়ে চারটেয়। অপর ম্যাচে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট , ডেম্পোর মুখোমুখি হবে। গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচে ডেম্পোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে। মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে চেন্নাইয়িনকে হারিয়ে দিয়েছে।

এদিকে, সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাবের অমৃতসরে শ্রী গুরু হরগোবিন্দ ফুটবল স্টেডিয়ামে গতকাল খেলার ৬২ মিনিটে অভিনব বিশ্বাস বাংলাকে এগিয়ে দেয়। ৬৭ মিনিটে প্রিয়াংশু নস্কর বাংলার পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে। খেলার সংযোজিত সময়ে সাগ্নিক কুণ্ডু তৃতীয় গোলটি করে ব্যবধান ৩-০ করে দেয়।

আগামীকাল বাংলা পরবর্তী ম্যাচ অসমের বিরুদ্ধে খেলবে।

-------------------------------- --------------------------------